

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

26850 - মাস শুরু হওয়ার একদিন বা দুইদিন আগে থেকে রমযানরে রোযা রাখার নষিধোজ্ঞা

প্রশ্ন

আমি শুনছি যে, রমযানরে আগে রোযা রাখা জায়যে নয়; এ কথা কিসঠকি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

শাবান মাসরে দ্বিতীয় অর্ধাংশে রোযা রাখা নষিধে মরম্মে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে কিছু হাদিস উদ্ধৃত হয়েছে। তবে দুই অবস্থা ব্যতীত:

এক. যে ব্যক্তরি রোযা রাখার বশিষে কোন অভ্যাস আছে। যমেন— যে ব্যক্তরি অভ্যাস হচ্ছে প্রতিসোমবার ও প্রতি বৃহস্পতিবারে রোযা রাখা; সে ব্যক্তি এ দুইদিন রোযা রাখতে পারবনে; এমনকি সটো যদি শাবান মাসরে দ্বিতীয় অর্ধাংশে পড়ে তবুও।

দুই. যদি কটে শাবান মাসরে প্রথম অংশে সাথে দ্বিতীয় অংশেও লাগাতরভাবে রোযা রাখে। সটো এভাবে যে, শাবান মাসরে প্রথমার্ধে রোযা শুরু করে রমযান শুরু হওয়া পর্যন্ত রোযা অব্যাহত রাখা। এটি জায়যে। আরও জানতে দেখুন [13726](#) নং প্রশ্নোত্তর।

এ সংক্রান্ত হাদিসগুলোর মধ্যে রয়েছে:

- আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “তোমরা রমযানরে একদিন কিংবা দু’দিন আগে থেকে রোযা রাখা শুরু করব না। তবে কারো যদি রোযা রাখার বশিষে কোন অভ্যাস থাকে তাহলে সে সদিনে রোযা রাখুক।”[সহি বুখারী (১৯১৪) ও সহি মুসলিম (১০৮২)]
- আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “যখন শাবান মাসরে অর্ধেক পার হয়ে যায় তখন তোমরা আর রোযা রখে না।”[সুনানে আবু দাউদ (৩২৩৭), সুনানে তরিমযি (৭৩৮) ও ইবনে মাজাহ (১৬৫১) এবং আলবানী ‘সহিত তরিমযি’ গ্রন্থে হাদিসটিকে সহি বলছেন]

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

ইমাম নববী বলেন:

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: “তোমরা রমযানরে একদনি কথিবা দু’দনি আগে থেকে রোযা রাখা শুরু করবে না। তবে কারো যদি রোযা রাখার বিশেষ কোন অভ্যাস থাকে তাহলে সে সদিনে রোযা রাখুক।” –র মধ্যে রমযানরে একদনি বা দু’দনি আগে থেকে রোযা শুরু করার ব্যাপারে স্পষ্ট নষিধোজ্ঞা রয়েছে। তবে, ঐ ব্যক্তির জন্য নয়— যার বিশেষ অভ্যাসগত রোযা এ দিনে মধ্যে পড়বে কথিবা এর আগে থেকে সে লাগাতরভাবে রোযা রেখে আসবে। যদি কটে এর আগে থেকে রোযা রেখে না আসে কথিবা তার বিশেষ অভ্যাসগত রোযাও না হয় তাহলে এ সময়ে রোযা রাখা হারাম।[সমাপ্ত]

- আম্মার বনি ইয়াসরি (রাঃ) বলেন: “যে ব্যক্তি এমন দিনে রোযা রাখল যে দিনটি নিয়ে মানুষ সন্দহে রয়েছে সে আবুল কাসমেরে (নবীর) অবাধ্য হল।”[সুনানে তরিমযি (৬৮৬), সুনানে নাসাঈ (২১৮৮)] আরও জানতে দেখুন: 13711 নং প্রশ্নোত্তর।

হাফযে ইবনে হাজার ‘ফাতহুল বারী’ গ্রন্থে বলেন:

এ উক্তটি দিয়ে সন্দহেরে দিনে রোযা রাখা হারাম হওয়ার পক্ষে দলিল দেওয়া হয়। কেননা এমন কথা সাহাবী নজি অভিমিত থেকে বলতে পারেন না।[সমাপ্ত]

সন্দহেরে দিনে হল— শাবান মাসরে ৩০ তারিখ; যহেদিনে আকাশে মঘে থাকার কারণে চাঁদ দেখা যায়নি। এ দিনটিকে সন্দহেরে দিনে বলার কারণ হল, এ দিনটি কি শাবান মাসরে ৩০ তারিখ; নাকি রমযান মাসরে ১ তারিখ সটে নিয়ে সন্দহে হওয়া।

তাই সেই দিনে রোযা রাখা হারাম। তবে, কারো অভ্যাসগত রোযা এ দিনে পড়ে গেলে তার জন্যে হারাম নয়।

ইমাম নববী ‘আল-মাজমু’ গ্রন্থে (৬/৪০০) সন্দহেরে দিনে রোযা রাখার হুকুম সম্পর্কে বলেন:

আর যদি কটে এই দিনে নফল রোযা রাখতে; যদি এ নফল রোযার বিশেষ কোন কারণ থাকে; যমেন—কারো অভ্যাস হল সারা বছর রোযা রাখা কথিবা কারো অভ্যাস হল একদনি রোযা রাখা, একদনি রোযা না-রাখা কথিবা কারো অভ্যাস হল সোমবারের মত নরিদ্ষিট কোন দিনে রোযা রাখা; আর সন্দহেরে দিনে তার রোযার দিনটি পড়ে তাহলে তার জন্যে রোযা রাখা জায়যে হবে।

এ ব্যাপারে আমাদের মাহাবরে আলমেগণরে মধ্যে কোন মতভদে নহে...। এর সপক্ষে দলিল হল আবু হুরায়রা (রাঃ) এর হাদিস: “তোমরা রমযানরে একদনি কথিবা দু’দনি আগে থেকে রোযা রাখা শুরু করবে না। তবে কারো যদি রোযা রাখার বিশেষ কোন অভ্যাস থাকে তাহলে সে সদিনে রোযা রাখুক।” আর যদি তার রোযা রাখার বিশেষ কোন কারণ না থাকে তাহলে সেই

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

দনি রোযা রাখা হারাম।[পরমির্জতি ও সমাপ্ত]

শাইখ উছাইমীন “তোমরা রমযানরে একদনি কহিবা দু’দনি আগতে থেকে রোযা রাখা শুরু করবে না।” হাদিসটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন: আলমেগণ এ নষিধোজ্‌এগার ব্যাপারে মতভেদে করছেন যে, এটি কি হারামসূচক নষিধোজ্‌এগা; নাকি মাকরুহসূচক নষিধোজ্‌এগা? সঠিকি অভিমত হচ্ছে—এটি হারামসূচক নষিধোজ্‌এগা। বিশেষ করে সন্দহেরে দনিরে ব্যাপারে।[সমাপ্ত][শারহু রয়াদুস সালহীন (৩/৩৯৪)]

পূর্বরে আলোচনার ভিত্তিতে শাবান মাসরে দ্বিতীয় অর্ধাংশরে রোযা দুই প্রকার:

১। শাবান মাসরে ১৬ তারিখ থেকে ২৮ তারিখ পর্যন্ত সময়রে মধ্যে রোযা রাখা। এটি মাকরুহ; তবে যে ব্যক্তরি বিশেষে কোন অভ্যাস আছে সে ব্যক্তি ব্যতীত।

২। সন্দহেরে দনিরে রোযা রাখা কহিবা রমযানরে একদনি বা দুইদনি আগতে রোযা রাখা। এটি হারাম; তবে যে ব্যক্তরি বিশেষে কোন অভ্যাস আছে সে ব্যক্তি ব্যতীত।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।